বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২১

ক্রীড়া পরিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়াম (২য় তলা), ঢাকা ১০০০
www.ds.gov.bd

ভূমিকা

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ক্রীড়া পরিদপ্তর দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি, ক্রীড়া ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ, অটিজম ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দেশজ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত গ্রামীণ খেলাধুলার আয়োজন, শিক্ষাঙ্গনে খেলাধুলার চর্চা, মহিলা ক্রীড়ার বিকাশ এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের অধীনস্থ সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে যুব ও যুব মহিলাদের জন্য ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) এবং মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (এমপিএড) বিষয়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ক্রীড়া পরিদপ্তর সৃষ্টির পর থেকে শিশু, কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ক্লাব ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান-সমূহের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি ও ক্রীড়া মানসিকতার উন্মেষ সাধণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ক্রীড়া কার্যক্রম শুরু হয়। ক্রীড়া পরিদপ্তর বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে (ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, দাবা, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, রাগবি, সাইক্লিং, বাস্কেটবল, জিমন্যাস্টিকস, টেবিল টেনিস, অ্যাথলেটিকস, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়া এবং গ্রামীণ খেলা প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের এ সকল কার্যক্রম দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন ৬৪ জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে এই বাৎসরিক ক্রীড়াসূচি বাস্তবায়িত হয়।

ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য সাফল্য

ফুটবল :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব -১৭)-ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭) এর বিভাগীয় পর্যায়ে ৮টি বিভাগ থেকে ৬৪০ জন খেলোয়াড়কে বাছাই করা হয়েছে এ সকল খেলোয়াড়কে জাতীয় পর্যায়ে অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের প্রশিক্ষকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে ।

ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২০-২০২১ :

ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট থেকে এবার অনূর্ধ্ব-১৫ বৎসরের ৩৯ জন প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে বাছাই করা হয়েছে।

হকি :

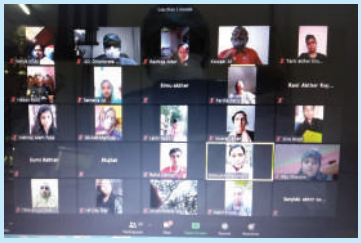

ক্রীড়া পরিদপ্তর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর থেকে দেশে প্রথমবারের মত মেয়েদের আবাসিক হকি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে ৫৫জন মহিলা হকি খেলোয়াড়কে আবাসিকভাবে রেখে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এরপর ২০১৭-১৮ অর্থবছর ও ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরেও মেয়েদের আবসিক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর ফসল হিসেবে ২০১৯ সালে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন এই প্রথমবারের মত সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এ এইচ এফ কাপ জুনিয়র ওমেন্স হকি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে - যা বাংলাদেশ হকি জন্য একটি ইতিহাস। উক্ত হকি খেলোয়াড়দেরকে কোবিড-১৯ এর কারণে ২০২০-২০২১ অর্থবৎসরে ভিডিও রেফারেন্স ও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হকির উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মোট ২৮ জন প্রশিক্ষণার্থী এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

৯ম বাংলাদেশ গেমস এ মেয়েদের বিভাগে স্বর্ণ পদক বিজয়ী নড়াইল জেলা, রৌপ পদক বিজয়ী ঝিনাইদহ জেলা এবং ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী কিশোরগঞ্জ জেলা দল জেলা ক্রীড়া অফিসের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ফসল।

ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য সাফল্য

ক্রিকেট : ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন জেলা ক্রীড়া অফিস,ঢাকা এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত তেজগাঁও সরকারি শিশুপরিবারের মেয়ে শিশুদের ধারবাহিক ক্রিকেট প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে তারা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আয়োজিত বাছাই লীগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

রাগবি : ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন জেলা ক্রীড়া অফিসের রাগবি কর্মসূচির মাধ্যমে তৈরী হওয়া নারী হকি খেলোয়াড়রা ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত ৯ম বাংলাদেশ গেমসে সাফল্য দেখিয়েছে।

টেবিল টেনিস :

ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় জেলা ক্রীড়া অফিস,নড়াইল ও মাগুরা জেলার খেলোয়াড়রা বয়সভিত্তিক খেলোয় সাফল্য দেখিয়েছে। জেলা ক্রীড়া অফিস,নড়াইল এর টেবিল টেনিস প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে তৈরী হওয়া খেলোয়াড় সাদিয়া রহমান মৌ এবার বাংলাদেশ গেমসে ৩টি স্বর্ণ ও ১টি ব্রোঞ্জ অর্জন করেছে।

সাঁতার :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ক্রীড়া পরিদপ্তর বার্ষিক ক্রীড়াসূচিতে সাঁতার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাধ্যতামূলক করে শিশুদের সাঁতার শেখানো ও তাদেরকে সাঁতার প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করে। এর ফলে এ কার্যক্রমের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত ৯৬২৫ জন শিশুকে সাঁতার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

অ্যাথলেটিকস :

ক্রীড়া পরিদপ্তর জেলা ক্রীড়া অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলায় অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার আয়োজন করে জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ফলে স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সিংহভাগ খেলোয়াড় ও সাফল্যলাভকারী সকল খেলোয়াড়ই ক্রীড়া পরিদপ্তরের ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে উঠে আসা।

ইনোভেটিভ আইডিয়া :

করোনাকালীন সময়ে খেলোয়াড়দেরকে খেলাধুলায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে ক্রীড়া পরিদপ্তরে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় ক) ক্রীড়া পরিদপ্তর ভিডিও রেফারেন্স এর মাধ্যমে হকির কৌশল শেখানোর জন্য একটি ইনোভেটিভ আইডিয়া ২০২০-২০২১ অর্থবছরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। উক্ত ইনোভেটিভ আইডিয়া অনুয়ায়ী ক্রীড়া পরিদপ্তর হতে হকির Tricks and Skill এর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সারাদেশে বয়স ভিত্তিক ছেলেদের ৩টি গ্রুপ ও মেয়েদের ৩টি গ্রুপে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। Facebook এর মাধ্যমে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। Facebook Messenger এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিযোগীরা তাদের কৌশল ভিডিও করে প্রেরণ করে। ৩জন বিচারক প্রাপ্ত ভিডিও দেখে ১০০ নম্বরের মধ্যে নম্বর প্রদান করে বিজয়ীদের মনোনীত করেন। যে যে জেলার প্রতিযোগী বিজয়ী হয় সেই সেই জেলার জেলা ক্রীড়া অফিসারের মাধ্যমে তাদের পুরস্কার প্রদান করি। ফলে তারা অনেকটা ঘরে বসেই তাদের কাঙ্খিত পুরস্কার পেয়ে যায়।

ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য সাফল্য

খ) ক্রীড়া পরিদপ্তর এ এইচ এফ কাপ জুনিয়র ওমেন্স হকি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী মেয়েসহ নারী হকি খেলোয়াড়দের জন্য ভিডিও রেফারেন্সের মাধ্যমে ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্টে নেয়ার ব্যবস্থা করে। মোট ২২ জন মেয়ে Facebook Messenger এর মাধ্যমে তাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্ট প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় মহিলা দলের ফিজিওকে দিয়ে উক্ত ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্টর মূল্যায়ন করে এবং তাদেরকে ভালো-মধ্যম ও চলতি মান এই তিনটি ভাগে মূল্যায়িত করে Facebook Messenger এর মাধ্যমে খেলোয়াড়দেকে ফিটনেস এর উন্নতির পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

গ) ক্রীড়া পরিদপ্তরের ইনোভেটিভ আইডিয়া অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে ভিডিও রেফারেন্স ও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২৮ জন নারী হকি খেলোয়াড়কে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। চলতি বছর এ পর্যন্ত ৫৫টি সেশন গ্রহণ করা হয়। এ সকল খেলোয়াড়রা আগামীতে কমিউনিটি কোচ হিসেবে নিজ নিজ স্থানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। ফলে খুব সহজেই ক্রীড়া পরিদপ্তরের সেবা তৃণমূল পর্যায়ে পৌছানো সম্ভব হবে।

মো: তারিকউজ্জামান

সহকারী পরিচালক(প্রশাসন)

ক্রীড়া পরিদপ্তর।